RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

২৩ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪, মূল্য- ৩

23 JANUARY THURSDAY 2025, PAGE- 4, RS-3

বাংলাদেশী ফ্রুট জুস মজুদ থাকা গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফ্রুট জুস মজুদ থাকা গোডাউনে সকাল সকাল বিধ্বংসী আগুন লাগার ঘটনা ঘটল মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা স্থল বন্দর এলাকায়। ২১ জানুয়ারি চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকায় একটি গুদামে হঠাৎ করে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা। তারপরেই তারা দমকলে খবর দেন। ছুটে আসেন এলাকাবাসী। মেখলিগঞ্জ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। জানা গিয়েছে, ওই গুদাম ঘরে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত ফলের জুস মজুত করা থাকে। আগুন লাগার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছেন দমকলের কর্তারা। তবে জনবহুল এলাকায় হঠাৎ এভাবে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

বিরল অস্ত্রোপচার করে নজির গড়ল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: মিউকর মাইকোসিস রোগে আক্রান্ত যুবতীর বিরল অস্ত্রোপচার করে প্রাণরক্ষা করে নজির তৈরি করল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইএনটি বিভাগ। গত সাত আট বছর ধরে সাধারণ মাথাব্যাথা, ঠান্ডা, সর্দি, হাঁচি ও স্নায়ুর রোগে ভুগছিল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটের মুরালিগছের বাসিন্দা তুলি বেগম (২৭)। হাত ওঠাতে না পারা, কোমড়ে ব্যাথার মতো সংক্রমণও ছিল। প্রথমে সাধারণ জ্বর ও সাইনাসের সমস্যা ভেবেছিল যুবতীর পরিবার। পরে সমস্যা বাড়তে থাকায় গত বছর ডিসেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে আসে। সেখানে ডিসেম্বর মাসেই তার সাইনাসের অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু যুবতীর সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকদের সন্দেহ থেকে যায়। যেই কারণে চিকিৎসকরা পরে তার সোয়াব টেস্ট ও বায়োপসি করায়। মেডিকেলের ভাইরাল রিসার্চ এন্ড ডায়গনস্টিক ল্যাবরেটরি থেকে সেইসব রিপোর্ট আসলে চমকে যান চিকিৎসকরা। রিপোর্টে ধরা পরে যুবতী ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত। তার নাক ও মাথার খুলির একাংশ ওই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপরই তড়িঘড়ি ফের অস্ত্রোপচারের উদ্যোগ নেন ইএনটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রাধেশ্যাম মাহাতো। চিকিৎসকদের একটি বিশেষ টিম তৈরি করে ২৩ ডিসেম্বর ওই যুবতীর অস্ত্রোপচার করা হয়। পরের দিন যুবতী স্থিতিশীল হলে অস্ত্রোপচার সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়।

ফলিমারী গ্রামে তীব্রতা বাড়ছে নদী ভাঙনের, বিপাকে ১৫০০ পরিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নদীর পাড়ে বাস, চিন্তা বারো মাস, এই কথাটা যে কতটা সত্যি, তা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব-ফলিমারি গ্রামের বাসিন্দারা। ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অসম সংলগ্ন এই পূর্ব-ফলিমারী গ্রাম। সংকোশ নদী গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক এমনকি জেলা থেকেও গোটা পূর্ব-ফলিমারী গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সেইরকমভাবে এই গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। গ্রামবাসীরা ভাঙন প্রতিরোধে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেও এখনোও বাঁধ নির্মাণ হয়নি এলাকায়। এরই প্রতিবাদে আজ বাঁধের দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হন এলাকার বাসিন্দারা। এই এলাকায় নদী ভাঙ্গন সমস্যা দীর্ঘদিনের। এর আগে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বহু কৃষি জমি সহ বসতভিটে। অস্তিত্ব সংকটে অসংখ্য কৃষিজীবী পরিবার। পূর্ব-ফলিমারি গ্রামের প্রচুর আবাদি জমি এবং ঘরবাড়ি গিলেও নদীর খিদে যেন মেটেনি। নদী যেভাবে ক্রমশ বসতির দিকে এগিয়ে আসছে, তাতে গ্রামের বাকি বসতভিটেটুকুও নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নদী ভাঙ্গন সমস্যা নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে শুরু করে বিডিও অফিস এমনকি সেচদপ্তরে অভিযোগ জানিয়ে এলেও কোন সুরাহা হয়নি। তারা আরোও বলেন কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে সংসার চালাতে হয় আমাদের। ভাঙ্গনের ফলে ইতিমধ্যে আবাদি জমি ফসল সহ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার পথে। তবে পরিবার সারাবছর কী খাবে তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। প্রশাসন থেকে এর আগে এসে কয়েকবার দেখে গিয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ফের নতুন করে এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে প্রবল ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। ভাঙ্গনের জেরে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়েছে প্রায় ১৫০০ টি পরিবারের। ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য অনেকে বাড়িঘর কিছুটা দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। যাদের সামর্থ্য নেই, তারা রয়ে গিয়েছেন নদীর পাড়ে। শুধু বর্ষাকালেই নয়, শুখা মরশুমেও ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। এলাকার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। কৃষির ওপর ভরসা করে সংসার চালাতে হয় তাদের। কিন্তু এভাবে আবাদি জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গেলে পথে বসা ছাড়া উপায় থাকবে না। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। বিরোধীদের দাবি। তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষদের পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। এই সরকারের দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজ আশা করা বৃথা। এলাকার বাসিন্দাদের এই দাবি কবে পূরণ হবে সেটাই এখন দেখার।

ফের বাঘের আতঙ্ক বেলপাহাড়িতে

নিজস্ব সংবাদদাতা: ফের বাঘের আতঙ্ক বেলপাহাড়িতে! এ বিষয়ে গ্রামবাসীদের সতর্ক করতে ইতিমধ্যে মাইকে করে প্রচার শুরু করেছে বন দফতর। গ্রামবাসীদের একা একা জঙ্গলে না যাওয়ার জন্যও সতর্ক করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ঢুকে টানা ১০ দিন আস্ত বন দফতরকে নাকানিচোবানি খাইয়েছিল বাঘিনি জিনাত, শেষমেশ বাঁকুড়ায় ধরা পড়ে জিনাত। তারপরেও ফের একাধিকবার ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকে এ রাজ্যে ঢুকে পড়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বন দফতর সূত্রের খবর, শুক্রবার বেলপাহাড়ির কয়েকটি এলাকায় নতুন করে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। তারপর থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে আপাত গ্রামবাসীদের একা একা জঙ্গলে যেতে নিষেধ করছেন বনকর্তারা। এ ব্যাপারে এক কর্তা বলেন, "বাঘিনি জিনাত যেভাবে সকলকে নাস্তানাবুদ করেছে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক রয়েছি। সে কারণেই মাইকিং করে গ্রামবাসীদের সতর্ক করা হয়েছে।" রাজ্যে ঘন ঘন বাঘ ঢুকে পড়ার জন্য সম্প্রতি নাম না করে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছিলেন, "বাঘ পালিয়ে আসে কেন রোজ রোজ? তোমার বাঘ তুমি সামলাতে পারছো না কেন!" মমতা এও বলেন, "ওরা নিশ্চয়ই বাঘকে খেতে দেয় না! তাই তো বাঘ পালিয়ে আসে। আর আমাদের গ্রামগুলো ভয়ে কাঁপে। আর যেই ধরা হল, ওমনি ওরা ফোন করে ফেরত নেওয়ার জন্য লাফালাফি করতে থাকে! এবার বাঘ এলে ওদের বলবে তোমাদের লোক পাঠাও!" এ ব্যাপারে পড়শি রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এক বনকর্তাও। টেলিফোনে দ্য ওয়ালকে তিনি বলেন, "গত কয়েকদিন ধরে পুরুলিয়া সীমান্তে একটি বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেটিই বেলপাহাড়িতে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে যাদের এলাকা থেকে বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরও উচিত এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মনিটরিং করা।"

মমতার নির্দেশে রাজ্যের সমস্ত বনাঞ্চলে বন্ধ হল টিকিট, খুশি পর্যটকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অভয়ারণ্যে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের থেকে টিকিট নেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই রাতারাতি নদিয়ার বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে প্রবেশমূল্য প্রত্যাহার করল বন দপ্তর। শুধু বেথুয়াডহরি নয়, রাজ্যের সমস্ত বনাঞ্চলের প্রবেশ মূল্য প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দারি করেছেন ডিএফও-রা। স্বাভাবিকভাবেই খুশি পর্যটকরা। নদিয়ার বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে এতদিন পর্যন্ত পর্যটকদের মাথাপিছু প্রবেশমূল্য ছিল ১০০ টাকা। অনেকেই পরিবারকে সঙ্গে

নিয়ে এলে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তেন। কিন্তু ২৪ জানুয়ারি বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যের টিকিট পদ্ধতি তুলে দিল বনদপ্তর। এদিন অভয়ারণ্যের সামনে নোটিশ দেওয়া হয়েছে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটক বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে যান। ১০০ টাকা প্রবেশমূল্য নিয়ে অতীতেও অভিযোগের সুর শোনা গিয়েছিল একাধিক পর্যটকের কণ্ঠে। নতুন এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই খুশি পর্যটকরা।

বিষয়টি নিয়ে নদিয়া মুর্শিদাবাদ বন বিভাগের মুখ্য বনপাল উৎপল নাগ বলেন, 'আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে রাজ্যের সমস্ত অভয়ারণ্য এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যানে প্রবেশের জন্য পর্যটকদের কাছ থেকে টিকিট বাবদ কোনও অর্থ না নেওয়ার।' উল্লেখ্য, গত বুধবার আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক সভায় স্থানীয় বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল অভিযোগ করেন, রাজাভাতখাওয়ায় প্রবেশের জন্য পর্যটকদের অনেক টাকা বন বিভাগকে দিতে হয়। এরপরেই বন বিভাগকে কড়া বার্তা দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বার্তার ৪৮ ঘণ্টা পার হতে না হতেই রাজ্যের সমস্ত বনাঞ্চলে প্রবেশ মূল্য প্রত্যাহার করল বন দপ্তর।

এবার মাদ্রাসাতেও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর: প্রাইমারি আপার প্রাইমারির পর এবার মাদ্রাসাতেও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। ঘটনায় জেলাশাসকের নির্দেশে জেলা সংখ্যালঘু বিষয়ক SI সহ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে FIR দায়ের হয়েছে তমলুক থানায়। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসকের দপ্তরের নামে গত বছরের সেপ্টেম্বরের ভুয়ো অর্ডার বের করে মাদ্রাসায় তিন শিক্ষক নিয়োগের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নরঘাটের একটি মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রে তিনজন শিক্ষা সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকা ২০১৮ সাল থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করে আসছেন। ২০২২ সালে তাদের নিয়োগপত্র দেওয়ার জন্য ওই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরের কাছে আবেদন জানান। এরপর গত বছর সেপ্টেম্বরের জেলাশাসকের দপ্তরের অধীন জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরের জেলা আধিকারিকের সই করা একটি অর্ডার কপি তাদের হোয়াটসঅ্যাপে ওই দপ্তরের এক SI সহ বিশ্বরূপ বিশ্বাস পাঠান বলে অভিযোগ। তারপর দীর্ঘদিন ধরে অরিজিনাল কপি চেয়েও পাননি তারা। সন্দেহ হতে ওই মাদ্রাসার প্রধানশিক্ষক সংখ্যালঘু দপ্তরের জেলা আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে এলে সেই সরকারি অফিসার বিপ্লব সরকারের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। তিনি দেখেন তাঁর সই ও দপ্তরের স্ট্যাম্প জাল করা হয়েছে। তিনি পুরো ঘটনা জেলাশাসককে জানান। পরে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ওই ঘটনায় তমলুক থানায় FIR করেছেন জেলা সংখ্যালঘু বিষয়ক অফিসার বিপ্লব সরকার। জানা যায়, এই মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ৭৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। শিক্ষা সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকা ছ'জন। গত ১৩ জানুয়ারি ওই মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের মুখ্য শিক্ষা সম্প্রসারক শেখ আকসার আহমেদ তমলুকে সংখ্যালঘু বিষয়ক অফিসে আসেন। তিনি জেলা আধিকারিক বিপ্লব সরকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মাদ্রাসায় সদ্য নিযুক্ত তিনজন শিক্ষা সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকার অ্যাপ্রুভালের আবেদন জানান। ২০২৪ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর এক নির্দেশিকার ভিত্তিতে ওই মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রে সাবির মল্লিক, রেবতী সেনাপতি ও পম্পা সামন্ত নামে তিনজনকে নিয়োগ করা হয় বলে আকসার সাহেবের দাবি। ওই জেলা অফিসার অর্ডার কপি দেখেই হতবাক। জেলা থেকে এভাবে নিয়োগের অর্ডার হয় না। শিক্ষা সম্প্রসারক, সম্প্রসারিকা নিয়োগের অর্ডার রাজ্য থেকেই হয়। জানা গিয়েছে জেলা সংখ্যালঘু বিষয়ক অফিসে বিশ্বরূপ বিশ্বাস নামে একজন আছেন। মুখ্য শিক্ষা সম্প্রসারকের দাবি, তিনি বিশ্বরূপবাবুর কাছ থেকেই নিয়োগ সংক্রান্ত অর্ডার কপি পেয়েছেন। একই দাবি করেছেন এক শিক্ষকও। তবে জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরের আধিকারিক দাবি করেছেন, তাঁর সিল ও সই জালিয়াতি করে ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের মারে মৃত্যুর অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুলিশের মারে মৃত্যু হয়েছে মহিলার এই অভিযোগ তুলে হরিণ চওড়ায় রাজ্য সড়ক আটকে পথ অবরোধে সামিল পরিবারের সদস্য সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, তিন দিন আগে পুলিশের গাড়ির ধোঁয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। এই ঘটনা নিয়ে ১৭ জানুয়ারি রাতে বাড়িতে পুলিশ আসলে পুলিশ বাড়ির সকলকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বাড়ির তিন জন সহ দোকানের এক কর্মচারীকে আটক করে। সেই মারে মৃত্যু হয়েছে আমিয়া বিবি (৫৫) নামের এক মহিলার বলে দাবি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পথ অবরোধে শামিল হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

বিডিও গৌতম বর্মনের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের আবহ প্রশাসনিক মহলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: অসম-বাংলা সীমান্তের কুমারগ্রাম ব্লকের বিডিও গৌতম বর্মন ২০ জানুয়ারি সকালে পরলোক গমন করেন। প্রশাসনিক আধিকারিক বিডিওর মৃত্যুতে শোকাহত প্রশাসনিক মহল। এদিন দুপুরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে বিডিও গৌতম বর্মনের ময়নাতদন্ত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। কি কারণে প্রশাসনিক আধিকারিক বিডিওর মৃত্যু হয়েছে? কেন ময়না তদন্ত করা হল? এই মৃত্যুর পেছনে কোন রহস্য রয়েছে কী না এই প্রশ্নে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মন্ডল বলেন, হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তে এরকমই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। বিডিওর ভাই মৃনাল বর্মন এদিন হাসপাতালে জানান, উনি শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন। তার চিকিৎসা চলছিল। বিডিওর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ময়নাতদন্তের পর বিডিওর দেহ কোচবিহারের দিনহাটায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে সূত্রে খবর।

২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে ভারতে প্রত্যার্পণের নির্দেশ দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা: সবে মাত্র ৫ দিন হল আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কুর্শিতে বসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারমধ্যেই বড়সড় কূটনৈতিক জয় পেল ভারত। ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে ভারতে প্রত্যার্পণের নির্দেশ দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত তাহাউর হুসেন রানা আদতে কানাডার নাগরিক। বর্তমানে আমেরিকার কারাগারে বন্দি রয়েছেন তিনি। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বই হামলার অন্যতম মূল চক্রী তাহাউর রানাকে দেশে ফেরাতে দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নয়া দিল্লি। উল্লেখ্য ২০০৮ সালে মুম্বই হামলায় ১৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে ৬ জন মার্কিন নাগরিক এবং ইজরায়েলি নাগরিকও ছিলেন। ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী ডেভিড কোলম্যান হেডলির সঙ্গী রানাকে হাতে পাবার জন্য প্রায় দেড় দশক আগে ইন্টারপোল এবং আমেরিকার দ্বারস্থ হয় ভারত। জারি হয় রেড কর্নার নোটিশ। কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। প্রত্যার্পণ এড়াতে প্রথমে মার্কিন মুলুকের নিম্ন আদালত এবং পরে ওয়াশিংটন ও সান ফ্রান্সিসকোর আদালতে আপিল করেন রানা। এক সময়ে জামিনে ছাড়াও পেয়ে যায় রানা। তারপর দু'দেশের মধ্যে বন্দি প্রত্যার্পণ চুক্তির উল্লেখ করে ফের আমেরিকার কাছে আবেদন জানায় ভারত। এরপরেই ২০২০ সালের জুনে ফের ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে গ্রেফতার করে মার্কিন পুলিশ। সেই থেকেই জেলবন্দি রানা। প্রত্যার্পণ এড়াতে ক্যালিফোর্নিয়ার আদালতে জামিনের আবেদন জানান রানা। সেই আর্জি আগেই খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

এবার আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টও রানাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে নির্দেশ দিল। মার্কিন প্রশাসনের তরফ থেকে এই সংবাদ ভারতকে দেবার পরই তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে নর্থ ব্লক এবং সাউথ ব্লকে। রানাকে অবিলম্বে ভারতে ফেরানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন বিদেশ দফতরের কর্তারা। এখন দেখার কবে রানাকে আমেরিকা থেকে ভারতে নিয়ে আসেন বিদেশ দফতরের কর্তারা।

নতুন 'ডিফাই ২২' লঞ্চ করেছে ওপিজি মবিলিটি

কলকাতা: ওপিজি মবিলিটি, পূর্বে ওকায়া ইভি, ভারত মোবিলিটি গ্লোবাল এক্সপো ২০২৫-এ ফেরাটো 'ডিফাই ২২' ইলেকট্রিক স্কুটার লঞ্চ করেছে, যার দাম ৯৯,৯৯৯ টাকা। এটি সাতটি রঙে পাওয়া যাচ্ছে, এটি টেকসই, সহজলভ্য এবং উদ্ভাবনী পরিবহন সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে। কোম্পানি এই ইভিটি লঞ্চ করে এমন একটি ভবিষ্যতের রূপ প্রদর্শন করেছে যেখানে গতিশীলতা টেকসই, উদ্ভাবনী এবং প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য উপযুক্ত। এই 'ডিফাই ২২', ১৭ই জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে ইভিটির প্রি-বুকিং শুরু হবে। স্কুটারটিতে কম্বি ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম রয়েছে, যা একবার চার্জে ৭০kmph এবং ৮০km রেঞ্জ অর্জন করে। এতে একটি টেকসই IP-৬৭-রেটেড LFP ব্যাটারি এবং একটি ওয়েদার - রেসিস্টেন্ট চার্জার রয়েছে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতার সাথে। ১২০০W এর মোটর পাওয়ার এবং ৭২V ৩০Ah ব্যাটারি সহ, এটি একটি উন্নতমানের রাইড অফার করে। কোম্পানিটি ভারতীয় বাজারের জন্য ফেরাটো জেড মডেলটিও উন্মোচন করেছে। এই পরিসরে বৈদ্যুতিক দুই চাকার পণ্য এবং বৈদ্যুতিক তিন চাকার মডেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একইসাথে, এই এক্সপোতে ফেরাটো-ব্র্যান্ডের হেলমেট, হেলমেট লক, মোবাইল স্ট্যান্ড, গ্লাভস, জ্যাকেট এবং সিট কভারও প্রদর্শিত হয়েছিল। এই নতুন ইভিটি লঞ্চ করে ওপিজি মবিলিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অংশুল গুপ্ত বলেন, "আমরা এই স্টাইলিশ স্কুটারটি লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত, যা ভারতীয়দের দৈনন্দিন যাতায়াতকে আরও সহজ করে তুলবে অসাধারণ রাইডিং অভিজ্ঞতার সাথে। ওপিজি মবিলিটিতে আমরা নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বর সাথে সাথে উদ্ভাবনী পণ্য প্রবর্তনে বিশ্বাস করি। আমাদের এই নতুন স্কুটারটি ভারতে দুই চাকার বৈদ্যুতিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাবে তা আমরা নিশ্চিত।"

শুরু হতে চলেছে পিসিইবি-এর পেনাং রোড-শো টু ইন্ডিয়া ২০২৫-এর অষ্টম সংস্করণ

কলকাতা: পেনাং কনভেনশন অ্যান্ড এক্সিবিশন ব্যুরো (PCEB) এই বছরের ১৩ থেকে ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত পেনাং রোড-শো টু ইন্ডিয়া ২০২৫-এর অষ্টম তম সংস্করণের আয়োজন করেছে। এই বার্ষিক উদ্যোগটি ২০১৭ তে শুরু হয়েছিল এবং কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ও টানা দুই বছর ধরে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই "ডিসকভার পেনাং" রোড-শোটি পেনাংয়ের পর্যটন এবং ব্যবসায়িক ইভেন্ট সেক্টরের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, যা ভারতীয় বাজারের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য পিসিইবি-এর প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। এটি এই মাসে মুম্বাই, নয়াদিল্লি, কলকাতা এবং চেন্নাইতে যেখানে প্রায় ২০০ জন ক্রেতা এবং ৩০ জন মিডিয়া প্রতিনিধির উপস্থিতির সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২০২৫ সালের রোড-শোতে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের পেনাং এবং চেন্নাইয়ের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের সুযোগ রয়েছে, যা পেনাং এবং ভারতীয় বাজার উভয়ের জন্যই একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ফ্লাইটটি বেঙ্গালুরু, দিল্লি, কলকাতা এবং মুম্বাইয়ের মতো প্রধান শহরগুলি সহ ৩২টি ভারতীয় শহরের যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে এবং এতে ৩০ কেজি ব্যাগেজ পর্যন্ত ক্যারি করা যাবে।

এমনকি, মালয়েশিয়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসা ছাড়ের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বাড়িয়েছে, যার ফলে যাত্রীরা ভিসা ছাড়াই ৩০ দিন পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে।

এই বিষয়ে পিসিইবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অশ্বিন গুণাসেকরন বলেন, "এই নতুন সংযোগটি আঞ্চলিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে, পেনাং-এ অ্যাক্সেসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এবং সহযোগিতাকে আরও উৎসাহিত করবে। আমরা নিশ্চিত, রোড-শোটি ক্রেতার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং পর্যটন ও ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে।"

এই রোড-শোতে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ধরণের প্রদর্শনীও প্রদর্শিত হবে, যার মধ্যে এ ট্রিবিউট পোর্টফোলিও রিসোর্ট, মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড এক্সিহিবিশন সেন্টার, মিটওয়েজ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ট্যুরস এসডিএন বিএইচডি, অস্কার হলিডেস এসডিএন বিএইচডি, ট্যুরিজম মালয়েশিয়া এবং ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স -এর মতন বিশিষ্ট কোম্পানিগুলি জড়িত রয়েছে।

এই অন্যতম ব্যবসায়িক ইভেন্টটি গন্তব্য হিসেবে সেরা খ্যাতির সাথে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা দ্বারা আরও শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা এটিকে ভারতীয় ক্রেতা এবং অংশীদারদের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তুলেছে।

লঞ্চ হল মারুতি সুজুকির প্রথম ইলেকট্রিক এসইউভি - ই ভিটারা

শিলিগুড়ি: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড (MSIL) ভারত মোবিলিটি গ্লোবাল এক্সপো ২০২৫-এ তাদের প্রথম BEV SUV- e VITARA এবং তাদের বিস্তৃত 'e for me' ইলেকট্রিক ইকো-সলিউশন লঞ্চ করেছে। এটি সকলের জন্য কার্বনমুক্তকরণ এবং গতিশীলতার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। HEARTECT-e প্ল্যাটফর্মের উপর নির্মিত e VITARA, অসাধারণ কর্মক্ষমতা, চমৎকার পরিসর এবং আপোষহীন আরাম ও নিরাপত্তা প্রদান করে, যা NEXA-এর উদ্ভাবন, পরিশীলিততা এবং প্রিমিয়াম গ্রাহক অভিজ্ঞতার মূল মূল্যবোধকে একত্রিত করে। NEXA-এর "ক্র্যাফটেড ফিউচারিজম" নকশা দর্শনের উপর নির্মিত এই গাড়িটি জাপান এবং ইউরোপ সহ ১০০ টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হবে, যার লক্ষ্য ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী EV উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। মারুতি সুজুকির ই-ভিটারা ভারতে দুটি ব্যাটারি বিকল্প এবং ১০টি রঙের সাথে লঞ্চ করা হবে, যার মধ্যে ৪টি ডুয়াল টোন বিকল্প থাকবে। এই বৈদ্যুতিক যানটি ভারতের মোটরগাড়ি ল্যান্ডস্কেপ গঠন এবং গ্রাহকদের কাছে অতুলনীয় মূল্য এবং উদ্ভাবন প্রদানের জন্য মারুতি সুজুকির প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে। এই লঞ্চ সম্পর্কে মন্তব্য করে সুজুকি মোটর কর্পোরেশনের প্রতিনিধি পরিচালক এবং সভাপতি তোশিহিরো সুজুকি বলেন, "আমরা ত্রিমুখী কৌশলের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে BEV-গুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনা করেছি এবং সবচেয়ে সেরা কর্মক্ষমতার জন্য একটি নিবেদিতপ্রাণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার প্রয়াস করছি। পাশাপাশি, আমরা ভারতকে তার মানসম্পন্ন পণ্য এবং স্কেল যোগ্যতার কারণে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছি, যা ভারতের মেকিং ইন ইন্ডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।" আরও তথ্যের জন্য NEXA -এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন অথবা তার নিকটতম ডিলারশিপের সাথে যোগাযোগ করুন।

এসইউভি সেগমেন্টের সবচেয়ে নিরাপদ যান স্কোডা কাইলাক

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার প্রথম ৪ মিটারের কম-উচ্চতা সহ এসইউভি, কাইলাক, ভারত এনসিএপি (নতুন গাড়ি মূল্যায়ন প্রোগ্রাম) টেস্টে ৫-স্টার নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন পেয়েছে। কুশাক এবং স্লাভিয়ার মতোই কাইলাক এখন ভারত এনসিএপি টেস্টে অংশ নেওয়া প্রথম স্কোডা গাড়ি হয়ে উঠেছে। স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ২.০ গাড়ি উভয়ই তাদের নিজ নিজ গ্লোবাল এনসিএপি ক্র্যাশ পরীক্ষায় প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু উভয়ের সুরক্ষার জন্য ৫-স্টার নিরাপত্তা রেটিং পেয়েছিল। এর প্রতিটি ভেরিয়েন্ট ২৫টিরও বেশি সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সজ্জিত। শক্তিশালী MQB-A0-IN প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে, কাইলাকে ভারতীয় রাস্তা এবং ড্রাইভিং পরিস্থিতির জন্য ডিজাইন করা উন্নত বৈশিষ্ট্যের সাথে উন্নত প্রকৌশলকে একত্রিত করে। গাড়িটিতে ছয়টি এয়ারব্যাগ, ইলেকট্রনিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল, রোল ওভার প্রোটেকশন, হিল হোল্ড কন্ট্রোল, মাল্টি-কলিশন ব্রেকিং এবং XDS+ রয়েছে। একইসাথে নিরাপত্তা-প্রথম দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, হট-স্ট্যাম্পড স্টিল নির্মাণ এবং আপডেটেড ক্র্যাশ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কেবিন সুরক্ষা এবং ক্র্যাশ প্রতিরোধকে আরও উন্নত করে তুলেছে।

এই বিষয়ে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর পেটার জেনেবা বলেছেন, "২০০৮ সাল থেকে, বিশ্বব্যাপী স্কোডার প্রতিটি গাড়ি ক্র্যাশ টেস্টিং এর মধ্য দিয়ে গেছে এবং ভারতে ৫-স্টার সেফটি রেটিং পেয়েছে, যা নিরাপত্তার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। এই রেটিং টি ভারতীয় রাস্তায় ইউরোপীয় প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা, যা একটি গাড়ি নির্মাণের অন্যতম ভিত্তি।"

ভারত মোবিলিটি এক্সপো ২০২৫-এ প্রদর্শিত হতে চলেছে ইসুজু মোটরসের নতুন ধারণা

কলকাতা: ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া, ভারত মোবিলিটি এক্সপো ২০২৫-এ তাদের ডি-ম্যাক্স ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকেল (বিইভি) প্রোটোটাইপ লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে, যেখানে তারা তাদের বৈদ্যুতিক মোবিলিটি ধারণা পিকআপ গাড়িটি প্রদর্শন করবে। থাইল্যান্ডে প্রথম চালু হওয়া এই গাড়িটি পিকআপ ট্রাকের কর্মক্ষমতা বজায় রেখে বাণিজ্যিক এবং যাত্রীবাহী যানবাহনের চাহিদা পূরণ করে। এটি টেকসই উদ্ভাবনের দিকে ইসুজুর যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই কনসেপ্ট গাড়িটি ফুল-টাইম 4WD সিস্টেমদিয়ে সাজানো, যার সামনে এবং পিছনে নতুনভাবে তৈরি ই-অ্যাক্সেল রয়েছে। গাড়িটি রুক্ষ রাস্তাতেও চমৎকার কর্মক্ষমতা প্রদান করে। এর শক্তিশালী ফ্রেম এবং বডি ডিজাইনের সাথে, বিদ্যমান ডিজেল মডেলগুলির মতোই ভালো পারফর্ম করবে। ইসুজু, এই এক্সপোতে তার ডি -ম্যাক্স বিইভি ছাড়াও ডি -ম্যাক্স এস-ক্যাব জেড এরও প্রদর্শন করবে, উভয়ই তাদের স্থায়িত্ব এবং দক্ষতার জন্য পরিচিত। ডি -ম্যাক্স বিইভি-এর সাথে এই যানবাহনগুলি ব্র্যান্ডের নির্ভরযোগ্য এবং বহুমুখী যানবাহন সরবরাহের ঐতিহ্যের অংশ, যা 'এখন... এবং সর্বদা' ভারত মোবিলিটি থিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০২৪ সালে, ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী সিটিতে তাদের কারখানায় এক লক্ষ গাড়ি উৎপাদনের মাইলফলক অর্জন করেছিল, যা এই জনপ্রিয় ইসুজু ডি-ম্যাক্স মডেলের সূচনা করে। এই অর্জন, ভারত থেকে বাণিজ্যিক যানবাহনের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক হিসেবে এর শক্তিশালী অবস্থানের সাথে সাথে, ইসুজুর 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া' প্রতিশ্রুতিকে আবারও পুনর্ব্যক্ত করেছে। ইসুজু উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মী বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি করছে। কোম্পানির সাথে বর্তমানে ২২% প্রতিভাবান মহিলা জড়িত রয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়নের প্রতি ইসুজুর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। ইসুজুর "নেভার স্টপ" দর্শনটি তার কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, যা তার যানবাহন এবং উদ্ভাবনী গতিশীলতা সমাধানগুলিতে গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং উদ্ভাবন নিশ্চিত করে।

ফিউচার জেনারেলি ইন্ডিয়ার নতুন ফান্ড চালু

কলকাতা: ফিউচার জেনারেলি ইন্ডিয়া, সম্প্রতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফিউচার মাল্টিক্যাপ ইকুইটি ফান্ড চালু করেছে, একটি নতুন ফান্ড অফার (এনএফও), যা লার্জ ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ ইকুইটি সেগমেন্ট জুড়ে একটি গতিশীল বিনিয়োগ চ্যানেল অফার করে। এর লক্ষ্য বৈচিত্র্যময় বিনিয়োগকারী বেসের জন্য ঝুঁকি এবং রিটার্ন প্রোফাইল অপ্টিমাইজ করা। মাল্টিক্যাপ ইক্যুইটি ফান্ড বিনিয়োগকারীদের তহবিল ব্যবস্থাপনায় নমনীয়তা প্রদান করে, যা তাদেরকে বাজার মূলধনের বিভিন্ন স্তরে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেয়। এটি মিড এবং স্মল ক্যাপ সেগমেন্টে বিভিন্ন সুযোগ থেকে উপকৃত করে এবং একই সাথে ঝুঁকি এবং অস্থিরতা পরিচালনা করে লার্জ ক্যাপে যুক্তিসঙ্গত এক্সপোজারের মাধ্যমেদীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধি প্রদান করতে পারে। এই তহবিলটি ৬০% থেকে ১০০% ইকুইটি এবং ০% থেকে ৪০% নগদ ও অর্থ বাজারের উপকরণের সম্পদ বরাদ্দের সুপারিশ করে, যা নিফটি ৫০০ এর বিপরীতে বেঞ্চমার্ক করা হয়েছে। একইসাথে, এর ১.৩৫% তহবিল ব্যবস্থাপনা চার্জ প্রযোজ্য হবে। অফারটি ৩১ জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত বৈধ। এই বিষয়ে ফিউচার জেনারেলি ইন্ডিয়া লাইফ ইন্স্যুরেন্সের এমডি এবং সিইও অলোক রুংটা বলেন, "গ্রাহকদের বিভিন্ন বিনিয়োগের চাহিদা পূরণ এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রদানের জন্য আমরা এই মাল্টিক্যাপ ইক্যুইটি ফান্ডটি চালু করেছি। এটি একটি গতিশীল আর্থিক পরিবেশে মূল্য এবং পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য প্রদানের প্রতি কোম্পানির প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন। আমাদের এই ফান্ডটি গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক আকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্য করে তাদেরকে শক্তিশালী সমাধান নিশ্চিত প্রদান করে।"

বিনিয়োগ সম্পর্কিত ফ্রড রুখতে অ্যাঞ্জেল ওয়ান-এর সতর্কবার্তা

শিলিগুড়ি: ফিনটেক সেক্টরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোম্পানি অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেড এবার 'অ্যাঞ্জেল ওয়ান' এবং কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নামের অপব্যবহার করে বানানো প্রতারণামূলক সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপের প্রসার সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করা শুরু করেছে। অ্যাঞ্জেল ওয়ান সনাক্ত করেছে একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে থাকা প্রতারণামূলক গ্রুপগুলি অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত, যার মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় সেবি নিবন্ধন/ অনুমতি ছাড়াই সিকিউরিটিজ-সম্পর্কিত পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান, পাশাপাশি সেবি-র অনুমোদন ছাড়াই সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত রিটার্ন এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কে অননুমোদন দাবি করা। হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম গ্রুপগুলি বেআইনিভাবে এবং প্রতারণা করে অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেডের নাম এবং লোগো এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নাম এবং ছবির অপব্যবহার করছে। যা সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদের বিশ্বাস করাচ্ছে যে তারা অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত। "আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে সিকিউরিটিজ মার্কেটে অননুমোদিত বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান বা রিটার্নের নিশ্চয়তা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিনিয়োগকারীদের যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের থেকে দাবি করা যেকোনও তথ্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য অনুরোধ করছি। বৈধভাবে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সর্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা এবং

অনুমোদিত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নেওয়া উচিত। কোনও জাল অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েব লিঙ্ক, বা ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ/ টেলিগ্রাম গ্রুপের সঙ্গে অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেডের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সংযোগ নেই এবং প্রতারণামূলক অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েব লিঙ্কের মাধ্যমে হওয়া লেনদেনের ফলে হওয়া আর্থিক ক্ষতি বা পরিণতির জন্য কোম্পানি দায়ী থাকবে না।"

অ্যাঞ্জেল ওয়ান স্পষ্ট জানিয়েছে যে এটি গ্রাহকদের কোনও সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে যুক্ত করে না; মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্যের দাবি করে না; অননুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে তহবিল চায় না; বা নিশ্চিত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় না। সমস্ত বৈধ লেনদেন শুধুমাত্র অ্যাঞ্জেল ওয়ানের অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি শুধুমাত্র অফিসিয়াল সোর্স এবং অনুমোদিত অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করা উচিত।

মহাকুম্ভমেলা উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য সেরা অফার নিয়ে এসেছে ভি

শিলিগুড়ি: ১২ বছরে একবার অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভমেলা, যা এই বছর ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারিপর্যন্ত চলবে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে, যেখানে প্রায় ৪০ কোটি তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে ভি তার গ্রাহকদের জন্য সেরা অফার নিয়ে হাজির হয়েছে। এই মহাকুম্ভ মেলাটি সরাসরি দেখতে পাওয়ার জন্য ভারতের শীর্ষ টেলিকম অপারেটর, ভি শেমারু-এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা ভি মুভিজ এবং টিভি তে মেলাটি লাইভ-স্ট্রিম করতে পারবে। ভি গ্রাহকরা মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা এবং মহা শিবরাত্রিতে শাহী স্নানের অভিজ্ঞতা প্রতক্ষ্য করতে পারবেন, যেখানে সাধু-সন্ত এবং ভক্তরা পবিত্র জলে স্নান করবেন। এমনকি,তারা এক্সক্লুসিভ কন্টেন্ট, আখড়া ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের সহায়তাকারী বিশাল অবকাঠামোর গল্প উপভোগ করতে পারবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভি সকলকে সংযুক্ত করার জন্য প্রযুক্তিকে যোগ করছে, যেখানে টিয়ার ২ এবং টিয়ার ৩ শহর থেকে প্রায় ৬০% নতুন ওটিটি দর্শক যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও, মহাকুম্ভ মেলাকে সকলের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে ভি মুভিজ এবং টিভি অ্যাপ অথবা শেমারু ট্যাবের মাধ্যমে তারা সরাসরি মেলাটি দেখতে পারবেন। ভি ভারতে তার 4G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করে, ৪৬,০০০ টি নতুন সাইট যুক্ত করার সাথে সাথে ৫৮,০০০+ এরও বেশি ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। ওপেনসিগন্যাল-এর ২০২৪ এর নভেম্বর মাসের প্রতিবেদন অনুসারে, লাইভ ভিডিও অভিজ্ঞতা, ডাউনলোড এবং আপলোড গতি এবং গেমিং পারফরম্যান্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিতে নেটওয়ার্কটি সেরা স্থানও অর্জন করেছে।

QLED টিভির প্রিমিয়াম রেঞ্জের সাথে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করেছে জেভিসি

কলকাতা: জেভিসি, জাপানি কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় টিভি বাজারে প্রবেশ করার ঘোষণা করেছে। ১৯২৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডটি প্রিমিয়াম প্রযুক্তি এবং অতুলনীয় অডিও-ভিজ্যুয়াল সেক্টরে অগ্রণী কোম্পানি, প্রিমিয়াম স্মার্ট QLED টেলিভিশনের একটি নতুন পরিসর লঞ্চ করেছে। কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ৯৭ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, জেভিসির নতুন টেলিভিশন পরিসর, এআই ভিশন সিরিজের অংশ যা HDR10 এবং ১ বিলিয়ন রঙের সাথে একটি ব্যতিক্রমী দেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ডলবি অ্যাটমস সাউন্ডের সাথে টিভিগুলি ৮০-ওয়াট শক্তিশালী আউটপুট সহ নিমজ্জিত অডিও সরবরাহ করে। জেভিসি, এই প্রথম ভারতে ৪০-ইঞ্চি QLED টিভি চালু করেছে। ব্র্যান্ডের লক্ষ্য হল বিনোদনের জন্য একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করা এবং টেলিভিশন শিল্পে উদ্ভাবন অব্যাহত রাখা। এই পরিসরে ৩২ ইঞ্চি থেকে ৭৫ ইঞ্চি পর্যন্ত ৭টি QLED টিভি রয়েছে, যার দাম ১১,৯৯৯ টাকা থেকে ৮৯,৯৯৯ টাকা পর্যন্ত। প্রজাতন্ত্র দিবসের সেলের জন্য এই নতুন টিভিগুলি ১৪ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে অ্যামাজন -এ একচেটিয়াভাবে পাওয়া যাবে। গ্রাহকরা অ্যামাজন ইন্ডিয়া ক্রেডিট কার্ড এবং ইএমআই লেনদেনে ১০% তাৎক্ষণিক ছাড়ের সুযোগ পাবে। এই বিষয়ে জেভিসি টিভি

ইন্ডিয়ার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ পল্লবী সিং বলেন, "আমরা ভারতীয় বাজারে নতুন জেভিসি টেলিভিশনের সম্ভার নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত। আমাদের বিশ্বাস অ্যামাজনের সাথে অংশীদারিত্ব করে এই টিভিগুলি গ্রাহকদের কাছে প্রথম পছন্দ হয়ে উঠবে। গ্রাহকরা তাঁদের প্রিয় টিভি শো, সিনেমা বা খেলাধুলা যাই উপভোগ করতে চান, আমাদের টেলিভিশনগুলি সকলের, সব চাহিদা পূরণ করবে।"

ভি-এর সঙ্গে লায়নসগেট প্লে-র অংশীদারিত্ব

শিলিগুড়ি: ভি, ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর, ভি মুভিস এন্ড টিভি-তে প্রিমিয়াম কনটেন্ট অফার করতে লায়নসগেট প্লে-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে। এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব হলিউড চলচ্চিত্র, মেইন সিরিজ, আন্তর্জাতিক হেডলাইনস এবং আরও অনেক কনটেন্ট সহ টপ-লেভেল কনটেন্ট নিয়ে এক এক্সক্লুসিভ লাইব্রেরি তৈরি করেছে। বিদ্যমান এবং নতুন গ্রাহকদের জন্য থাকছে সমস্ত ভি মুভিস এবং টিভি সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানের সঙ্গে লায়নসগেট প্লে। এই অংশীদারিত্ব ভি এর ওটিটি পোর্টফোলিওকে প্রসারিত করে। সাশ্রয়ী মূল্যে কনটেন্টের একটি বৈচিত্র্যময় লাইব্রেরির সুবিধা নিয়ে এসেছে। ভি মুভিস এন্ড টিভি শীর্ষস্থানীয় ওটিটি থেকে ডিসনি+ হটস্টার, সনিলিভ, জিফাইভ এবং আরও অনেক চ্যানেল সহ এক বিশাল রেঞ্জের কনটেন্ট দেবে।

অ্যাপটিতে তিরিশটির বেশি লাইভ নিউজ চ্যানেল সহ ৩০০+ লাইভ টিভি চ্যানেল থাকবে। লায়ন্সগেট প্লে-এর কন্টেন্ট লাইব্রেরিতে জন উইক, দ্য হাঙ্গার গেমস এবং স'-এর মতো ব্লকবাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকছে। সেইসঙ্গে সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড শোগুলোও অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। এই অংশীদারিত্বটি টপ-ক্লাস বিনোদন প্রদান এবং ভারতীয় দর্শকদের ক্রমবর্ধমান স্বাদ এবং পছন্দের জন্য তৈরি একটি সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় কনটেন্ট ইকোসিস্টেম তৈরি করে।

রয়্যাল স্ট্যাগ-এর সঙ্গে স্কুইড গেম সিজন ২-এর পার্টনারশিপ

কলকাতা/শিলিগুড়ি: সিগ্রাম'স রয়্যাল স্ট্যাগ এবার নেটফ্লিক্সের মেগা-হিট সিরিজ 'স্কুইড গেম'-এর সেকেন্ড সিজনের সঙ্গে এক বিশেষ অংশীদারিত্বে আবদ্ধ হয়েছে। এই সহযোগিতার লক্ষ্য হলো ফানদের একটি অনন্য উপায়ে এই শো-এর সঙ্গে যুক্ত করা এবং ব্র্যান্ডের 'লিভ ইট লার্জ' (Live It Large) চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘটানো।

জনপ্রিয় কে-ড্রামার (কোরিয়ান ড্রামা) সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়্যাল স্ট্যাগ তরুণ প্রজন্মের কোরিয়ান সংস্কৃতির প্রতি আবেগকে কাজে লাগাতে এবং এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরও দৃঢ় আবেগঘন সম্পর্ক গড়তে চায়। ব্র্যান্ডটি তার বড় স্বপ্নের পিছু ধাওয়া করার মূল্যবোধ এবং শো-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় সংকল্পের থিমের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে।

ফ্যানরা 'লিভ ইট লার্জ' অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন বিভিন্ন ডিজিটাল ক্যাম্পেনের মাধ্যমে, যেখানে স্কুইড গেম-এর পরিচিত উপাদান, যেমন মাস্কড গার্ডস ও সিগনেচার সিম্বলস তুলে ধরা হবে। ব্র্যান্ডের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আকর্ষণীয় পুরস্কার জেতার সুযোগও থাকবে। এই সহযোগিতা ইতোমধ্যেই সফল প্রমাণিত হয়েছে, কারণ শো-এর প্রিমিয়ার হওয়ার পরই টুইটারে #প্লেইটলার্জ (#PlayItLarge) হ্যাশট্যাগটি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ছত্তিশগড়ে পলিমাটেক ইলেক্ট্রনিক্সের দ্বিতীয় সেমিকন্ডাক্টর কারখানা স্থাপিত হতে চলেছে

কলকাতা: পলিমাটেক ইলেক্ট্রনিক্স ছত্তিশগড়ের নব-রায়পুরে তাদের দ্বিতীয় ভারতীয় কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণের পর তাদের এই সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ছত্তিশগড় ইনভেস্টর কানেক্ট ২০২৪ অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেছেন । উল্লেখ্য, পলিমাটেক ইলেক্ট্রনিক্স হল চেন্নাই-ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। ছত্তিশগড়ে তাদের দ্বিতীয় ভারতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় বাজারে তাদের অবস্থান সম্প্রসারিত করতে পেরে তারা আনন্দিত বলে জানালেন পলিমাটেক ইলেক্ট্রনিক্সের সিইও ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঈশ্বর রাও নন্দম। শ্রীমতি রিতু সাই (ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার), রজত কুমার (সেক্রেটারি, কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ) এবং প্রভাত মালিক (ডিরেক্টর, ইন্ডাস্ট্রিজ) ছত্তিশগড় সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর চিপ প্রস্তুতকারক পলিমাটেক ইলেক্ট্রনিক্সকে তাদের দ্বিতীয় কারখানার জন্য স্বাগত জানান।

পলিমাটেকের নতুন কারখানাটি ৫জি এবং ৬জি প্রযুক্তির জন্য উন্নত সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনে মনোনিবেশ করবে, যা যুক্তরাজ্যের (ইউকে) সিম্পলি আরএফ-এর সঙ্গে সহযোগিতায় করা হবে এবং এতে ১,১৪৩ কোটি টাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হবে। ছত্তিশগড় সরকার এই উদ্যোগকে সাহায্য করার জন্য ৪০% মূলধন ভর্তুকি (ক্যাপিটাল সাবসিডি) প্রদান করছে, যা গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রির সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত হচ্ছে।

কৌশলগত অংশীদারিত্বের ঘোষণা করেছে ভারতী এয়ারটেল এবং বাজাজ ফাইন্যান্স

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম টেলিকম অপারেটর ভারতী এয়ারটেল দেশের সবচেয়ে বড় নন-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা (এনবিএফসি) বাজাজ ফাইন্যান্সের সাথে অংশীদারিত্বের ঘোষণা করেছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে উভয় কোম্পানি শেষ মাইল ডেলিভারি রূপান্তর এবং টেলিকম পরিষেবার জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। এয়ারটেল এবং বাজাজ ফাইন্যান্স একটি অনন্য অংশীদারিত্ব গঠন করেছে, যা এয়ারটেলের ৩৭ কোটি ৫ লক্ষ গ্রাহক, ১২ লক্ষেরও বেশি শক্তিশালী বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং ২৭টি পণ্য লাইনকে একত্রিত করেছে। দুই কোম্পানি, তাদের এয়ারটেল থ্যাঙ্কস অ্যাপ এবং দেশব্যাপী স্টোরগুলির মাধ্যমে খুচরা আর্থিক পণ্য অফার করবে। পাশাপাশি দুই কোম্পনি, তার গ্রাহক অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক পণ্য ও পরিষেবার অনুপ্রবেশ বাড়াতে তাদের ডিজিটাল সম্পদও ব্যবহার করবে। এয়ারটেল তার অ্যাপে চারটি বাজাজ ফাইন্যান্স পণ্য চালু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি গোল্ড লোন, বিজনেস লোন, একটি কো-ব্র্যান্ডেড ইন্সটা ইএমআই কার্ড এবং পার্সোনাল লোন। কোম্পানিটি বছরের শেষ নাগাদ প্রায় ১০টি আর্থিক পণ্য অফার করার পরিকল্পনা করেছে। গ্রাহকরা অ্যাপ এবং এর স্টোর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এয়ারটেল-বাজাজ ফিনসার্ভ ইন্সটা ইএমআই কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই অংশীদারিত্ব নিয়ন্ত্রক সম্মতি, ডেটা গোপনীয়তা এবং গ্রাহক পরিষেবার উপর ফোকাস করবে। এই বিষয়ে ভারতী এয়ারটেলের ভাইস চেয়ারম্যান এবং এমডি গোপাল ভিট্টল বলেন, "এয়ারটেল এবং বাজাজ ফাইন্যান্স লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে বৈচিত্র্যময় আর্থিক পোর্টফোলিওর মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করার জন্য অংশীদারিত্ব করছে। এর ফলে দুটি কোম্পানির সম্মিলিত নাগাল, স্কেল এবং বিতরণ শক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। বর্তমানে, আমরা ১০ লক্ষেরও বেশি গ্রাহকের বিস্বস্ত আবাস এবং আমাদের লক্ষ্য হল এয়ারটেল ফাইন্যান্সকে সমস্ত আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ শপ হিসেবে গড়ে তোলা।" বাজাজ ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব জৈন বলেন, "ভারতের ডিজিটাল ইকোসিস্টেম ডেটা-চালিত ক্রেডিট আন্ডাররাইটিং এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এয়ারটেলের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, আমরা পছন্দের অর্থদাতা হওয়ার লক্ষ্য রাখি, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোক আর্থিক পরিষেবা পেতে পারে।"